প্রথম আলো

তারিখ: 11 OCT 2012
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ২

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার পর গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। ছাত্রলীগের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের এক শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছিত করেছেন—এই অভিযোগে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করেন।

সূত্র জানায়, আন্দোলনের মুখে গতকাল বিকেলে হঠাৎ করে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীদের গতকাল বিকেল পাঁচটার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবিতে ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। পরে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর রাত ১০টার দিকে তাঁরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যান।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে শেষ বর্ষের এক শিক্ষার্থী লাঞ্ছিত হন। এর প্রতিবাদে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের নেতৃত্বে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার রাত থেকে আন্দোলন শুরু করেন।

সূত্র জানায়, সাধারণ শিক্ষার্থীরা জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারী ছাত্রদের বহিষ্কারসহ বিভিন্ন দাবি জানান। এসব দাবি নিয়ে উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম গতকাল সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুই দফা আলোচনা করেন। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো সমঝোতা না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত মঙ্গলবার রাতে ক্যাম্পাসগামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ধূমপান করেন তড়িৎ কৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মী নাইমুল আলম মজুমদার। এ সময় একই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সোহরাব হোসেন তাঁকে ধূমপান না করতে অনুরোধ করেন। এ নিয়ে বাসেই দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের বহনকারী বাসটি ক্যাম্পাসের ফটকের কাছাকাছি গেলে নাইমুলের নেতৃত্বে ১০-১২ জন ছাত্রলীগ কর্মী সোহরাবের ওপর হামলা চালান। তাঁকে চড়-থাপড় মারা হয়। এ ঘটনা জানাজানি হলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সূত্র জানায়, শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীর ওপর দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তাঁরা হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার রাতেই বঙ্গবন্ধু হলের 'এ' ব্লকের খাবার ঘরের (ডাইনিং হল) বারান্দায় অবস্থান নেন। সেখানে তাঁরা হামলাকারীদের বহিষ্কারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি চলার মধ্যে মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিল বের করেন। মিছিলটি বঙ্গবন্ধু হলের বিভিন্ন মোড় প্রদক্ষিণ করে। এ সময় সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ কর্মীরা মুখোমুখি হন। তবে শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ শিক্ষার্থীরা গতকাল ভোর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হলে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পরে গতকাল ভোরে তাঁরা স্থান বদল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তাঁরা ক্লাস বর্জনের ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মশিউল কবির দাবি করেন, মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নন। তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জের ধরে এ ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগকে শুধু শুধু জড়ানো হচ্ছে।'